Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Review Paper

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তা

সত্য বর*

আংশিক সময়ের শিক্ষক, ত্রিপুরাপুর হাই স্কুল, ফলতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *সত্য বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15013776

ABSTRACT

রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের নবজাগরনের অগ্রদূত বলা হয়। বাংলা তথা ভারতে উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রতিবাদী ছিলেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি মূর্তিপূজার বা পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে ঘর-ছাড়া হন। বিভিন্ন ধর্মের কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তিনি ছিলেন বিরোধী। তিনি সব-সময় বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা, আলোচনার প্রতি সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। জন ডিগবীর সাথে তাঁর কাজের সূত্রে পরিচয় হয়। ডিগবী সাহেবের সান্নিধ্যেই তিনি পরিচিত হন ইউরোপের উদারনৈতিক মতবাদের সাথে। ডিগবি সাহেববর কাছে আসা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পঠনের মধ্যে দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত হন উদারনৈতিক চিন্তনে। পরাধীন ভারতের ছন্ন-ছাড়া, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন ভাবে থাকা সাধারণ মানুষকে পশ্চিমী উদারনৈতিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। যার জন্য তিনি নিজে সংস্কৃতে সু-পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষার জন্য ১৮২০ সালে লর্ড আর্মহাস্টর্কে চিঠি লিখেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন এই উদারও আলোপ্রাপ্ত শিক্ষার মধ্য দিয়েই ভারতবাসীরা উজ্জীবিত হবে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে আইনের অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা হোক। যার মধ্যে দিয়ে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন ভারতে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্য ভারতীয়দের বাদ দিয়ে অযোগ্য ইংরেজদের নিয়োগ করতে। প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি সাম্যনীতির বিষয়টি উপস্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায় চেয়েছিলেন যে, ভারতে আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী যেন আলাদা হয়। এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যর প্রতি আলোকপাত করতে হবে। ১৮২৩ সালে জন অ্যাডম ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর সহ বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে আর্জি করেন। এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি মিরৎ-উল আখবরের প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রত্যেক ভারতীয় যাতে ইংরেজ *শাসনে* সু-বিচার পায় তার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের থেকে বেশি প্রয়োজন পৌর অধিকারের। ভারতের কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের একাধিপত্যের অবসানের জন্য তিনি অবাধ বাণিজ্যের কথা বলেছেন, এবং অবশ্যই তিনি চেয়েছিলেন যারা বাণিজ্য করতে আসবে সেই সমস্ত ইউরোপীয়রা হবে শিক্ষিত ও ভদ্র। ভেঙে পড়া ভারতীয় সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জাতি ভেদপ্রথা দূর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সাহায্য ও সহযোগিতায় হিন্দু সমাজের নারকীয় ও বর্বোরোচিত 'সতীদাহ প্রথা'কে চিরতরে অবলুপ্ত করতে পেরেছেন। বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরনের পুরোধা হিসাবে তিনি আমাদের কাছে পরম পূজনীয় হয়ে থাকবেন।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584-184X
- ✓ **Received:** 19-01-2025
- ✓ **Accepted:** 19-02-2025
- ✓ **Published:** 10-03-2025
- ✓ **MRR:3(3):**2025;1-4
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite

সত্য বর. রাজা রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তা. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(3):1-4.

KEYWORDS: রাজা রামমোহন রায়, উদারনৈতিক চিন্তা, সতীদাহ প্রথা, আধুনিক চিন্তা—ভাবনা, সংবাদপত্র, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমানাধিকার

© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

INTRODUCTION

রাজা রামমোহন রায়কে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এই মহান ব্যক্তি ছোটবেলা থেকেই যুক্তিবাদী ও সংস্কারক মানসিকতা পোষণ করতেন। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী মনোভাব তাঁকে ভারতীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউরোপীয় উদারনৈতিক মতবাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তিনি ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন আনার প্রয়াস নেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নারী শিক্ষা ও সামাজিক সমতা নিয়ে তাঁর উদারনৈতিক চিন্তা বর্তমান ভারতীয় সমাজেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন দিক বিশদে আলোচিত হবে।

METHODOLOGY

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যেখানে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর রচনা, পত্র ও স্মারকগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯শ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর অবদান মূল্যায়নের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, নারী শিক্ষা, আইনের শাসন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর ভূমিকা গভীরভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আধুনিক ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন নীতির সংযোগ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

DISCUSSION

রাজা রামমোহন রায়কে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। কারণ তিনিই প্রথম বাংলা তথা ভারতে আধুনিকতা নামক বিষয়টিকে সাগ্রহে বা আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেন। এই মহান মানুষটি ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার খানাকূল অঞ্চলের রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। স্বভাবই তাঁর ছেলেবেলা অতিবাহিত হয়েছে ধর্মীয় পরিবারের মধ্যে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বহুভাষাবিদ পন্ডিত। তিনি যেমন বাংলা, সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন, ঠিক তেমনি আরবি ও ফারসি ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্বেও হিন্দুধর্মের নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার প্রথা, রীতি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী চরিত্র। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে অনবদ্য গল্প 'মেঘ ও রৌদ্রের' নায়ক শশিভূষণের মধ্যেও আমরা সেই একইরকম প্রতিবাদী সত্ত্বার পরিচয় পাই। অবশেষে সে যখন জানিল, 'শশিভূষন নিজে উকিল,[১] আদালত খরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন নাটকের প্রধান চরিত্র 'শশিভূষন'। আর ভারত পথিক রাজা রামমোহন প্রতিবাদ করেছিলেন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বা মূর্তি পূজার প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি পরিবার ও সমাজের বিষনজরে পড়েন। ফলস্বরূপ তাঁকে তাজ্যপুত্র হতে হয়। তিনি সবসময় চাইতেন ক্ষয়িষ্ণু জীর্ণ, জরাগ্রস্ত, সমাজকে একবন্ধনে আবদ্ধ করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও আধুনিকতা। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে সমগ্র ভারতীয় সমাজ ভেঙে পড়েছিল। এই রকম নৈরাজ্যমূলক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ভারতের প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের।

চাকরিসূত্রে তিনি যোগ দেন ১৮০০ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীতে। ১৮০৯ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুরে কালেক্টর হিসাবে কাজ করেন জন ডিগবী সাহেব অধীনে।চাকুরি করার সূত্রে তাঁর জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। জন ডিগবী সাহেবের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়। ডিগবী সাহেবের কাছে বিদেশ থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা আসতো। সেই পত্র-পত্রিকাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে রাজা রামমোহন রায় পশ্চিমী উদারনৈতিক মতবাদের সাথে পরিচিত হন। তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিদ্রোহ। তিনি অনুধাবন করেন যে কোনো মূল্যে ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পশ্চিমী উদার মতবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অন্ধবিশ্বাসের ফলে যুক্তিও আধুনিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে রবি ঠাকুর বলেছেন —

> "হে রামমোহন আজি শতক বৎসর পর,
> মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।"[২]

আইনের অনুশাসন

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের জন্য আইনের অনুশাসনের দাবী করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে আইনের অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা হোক। যার ফলে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি এই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যের প্রেক্ষিতে। ইংরেজরা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্য ভারতীয়দের বাদ দিয়ে বাসযোগ্য ইংরেজদের নিয়োগ করছে। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্যনীতি রাজা রামমোহন রায় মেনে নিতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। নিয়োগের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি প্রবর্তনের কথা বলেন। তিনি চেয়েছিলেন পরাধীন ভারতের শাসনভার ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গ্রহণ করুক। তার কারন হিসাবে তিনি বলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের অনুশাসনের সুফল যেন ভারতীয়রাও পায়। এই জন্য তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দাবী করেন যে, ভারতের ক্ষেত্রে আইন প্রনয়নকারী ও প্রয়োগকারী যেন আলাদা কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে। তিনি বলেন ভারতীয়দের জন্য আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে ভারতের সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্যকে কোনোরূপভাবে অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর উদারনীতির বা মূল কথাই হলো স্বাধীনতা। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর আবেগের পরিচয় মেলে জন অ্যাডামের জবানীতে। তিনি বলেন[৩] "তিনি হয় স্বাধীন হয়ে বাঁচবেন, না হলে জীবন ধারণই করতে চান না।।"

রামমোহন রায় বিদেশের স্বাধীনাত সংগ্রাম ও স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু ভারতের প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। এর কারণ হিসাবে তিনি জানান যে, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ ভারতীয় জনসমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তাই তিনি মনে করেছিলেন রাজনৈতিক অধিকারের থেকে এ দেশের মানুষের বেশী প্রয়োজন পৌর অধিকারের। যার মধ্যেই দিয়েই ভারতীয়রা ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি পেতে পারে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন[৪] পুরসমাজকে শক্তিশালী করতে।

বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

রাজা রামমোহন রায় উদারনৈতিক চিন্তনে বাক্ স্বাধীনতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছে। ইংরেজ শাসনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২১ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন সংবাদ কৌমুদি এবং ১৮২২ সালে ফারসি ভাষায় প্রকাশ করেন মিরত-উল-আখবর। তাঁর বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে বিখ্যাত কবি জন মিলটনের[৫] অ্যারিও-প্যাজিটিকার [Areopagitica] মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে জন মিলটন চেয়েছিলেন মননের সর্বপ্রকারের মুক্তি। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা যেখানে বাধা থাকবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় চেয়েছিলেন শুধুমাত্র সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা। যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিতও সচেতন ভারতীয়রা মতামত প্রদান করতে পারবে। কিন্তু ১৮২৩ সালে জেনারেল অ্যাডাম ভারতে প্রেস আইন জারী করেন। যার ফলে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়। এর প্রতিবাদ রাজা রামমোহন রায় 'মিরত-উল-আখবর' বন্ধকরে দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরনের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি "১৮২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের কাছে এক৬ লিখিত আর্জিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুরের যুক্ত স্বাক্ষরসহ মুদ্রনের স্বাধীনতা দাবী করেন।" শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে অনুরোধ জানান। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়টির কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি নানান যুক্তির অবতারনা করেন। তিনি বলেন কোন স্বাধীন ও সভ্যজাতির উচিত নয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরনের। কারণ সংবাদপত্রের মধ্য

© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

দিয়েই শিক্ষিত ভারতীয় জনসমাজ নিজেদের অভিব্যক্তিকে পরিস্ফূটিত করে তুলতে পারবে। জনমত সম্পর্কে ও জনগণের অভাব—অভিযোগ সম্পর্কে ব্রিটিশরা জানতে পারবে। ভারতীয়রা তাদের অভাব-অভিযোগ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গোচরে আনতে পারবে। এবং রাজা রামমোহনের মতে, স্বাধীন জনমত গঠিত হলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। পরাধীন ভারতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা তথা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাটি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই উদারনৈতিক চিন্তাই তাঁকে ভারতের আধুনিকতার পুরোধাতে ভূষিত করেছে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৮৩৫ সালে মেটকাফ গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রনাদেশ প্রত্যাহার করে নন।

শিক্ষা ও ধর্ম

রাজা রামমোহন রায় শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। শিক্ষাই জাতির মুক্তি, সমাজের অগ্রগতি এই বিষয়টি তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি নিজে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ফারসি, হিব্রুতে তথা বহুভাষাতে পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষার উপর। কারণ তিনি জানতেন পাশ্চাত্যের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়েই ভারতীয়দের চিন্তা—চেতনা, আধুনিকতা, অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির বিকাশ ঘটবে। তাই তিনি[৭] ১৮২০ সালে ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আর্মহার্স্টর্কে লেখা চিঠিতে তিনি ভারত "উদার ও আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরনের উপর গুরুত্ব দেন এবং গণিত, দর্শন, রসায়ন ও শারীরবিদরা শিক্ষাদানের আবেদন জানান।" এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে, সেই সময় রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষনশীল গোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের কথা লেচিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের মতো ইংরেজী শিক্ষার কার্যকারীতাকে ও সুদূর প্রসারীতাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। ইংরেজি শিক্ষা হবে সামাজিক প্রগতির হাতিয়ার এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিস্তার ঘটাবে। তাই তো তিনি মেকলের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন —

"Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect."[৮]

তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে পরিবারের বিরাগভাজন হন। ধর্মের ক্ষেত্রে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের তিনি তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু মুসলিম খ্রিষ্টান সহ সমস্ত ধর্মের মেল বন্ধনের উপর জোর দিয়েছেন। ধর্মব্যাখ্যাকে পুরোহিতদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি বাংলা ভাষায় বেদান্ত সার রচনা করেন। মূলত তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি সবসময় মনে করতেন ভারতের মতো একটি বড়ো দেশে কোনো একটি ধর্মের আধিপত্য বিস্তা হবে না।[৯] "বিবিধের মাঝে মিলন' — এই আদর্শে দীক্ষিত তিনি। তাই তিনি বলতেন ভারতবর্ষ হলো হিন্দু—মুসলিম সহ সমস্ত ধর্মের মানুষের সম্মিলিত বাসভূমি। বিশেষত তিনি ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি নিজে মূর্তি পূজার সমালোচনা করে 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী' রচনা করে। এছাড়া ১৮১৫ সালে আত্মীয়সভা, ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৮[১০] সালের ১৮ই জানুয়ারী একটি চিঠিতে তিনি লেখেন "আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে হিন্দুদের বর্তমান ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়,... তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থেই তাদের ধর্মের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।"

অর্থনৈতিক চিন্তা

তাঁর উদারনৈতিক ভাবনা—চিন্তার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চিন্তাও যথেস্ট গ্রহণযোগ্য। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা—ভাবনা উদারনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা অনেকাংশ প্রভাবিত হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে যে কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপকে তিনি অন্যায় হিসাবে বিবেচিত করেছে। এই বিষয়টি তিনি তাঁর রচিত — [১১] Rights of Hindoos over ancestral property' বইতে তুলে ধরেছেন।

লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষক সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় সেই বিষয়টির প্রতি তিনি অবাহিত চিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যাতে কৃষকদের সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় তার জন্য তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। আবার জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের সুরক্ষার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের কথা তোলেন। তিনি যেমন জমিদারদের কৃষকদের বা প্রজাদের প্রতি খাজনা বৃদ্ধিকে সমর্থন করেনি, ঠিক মেনই জমিদারদের উপর কোম্পানীর করভার হ্রাস করার কথা বলেছেন।

রাজা রামমোহন চেয়েছিলেন যে ভারতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা হোক। যাতে করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক একাধিপত্যের অবসান হবে। এ প্রসঙ্গে ১৮৩০ সালে ব্রিটেনে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে তিনি তুলে ধরেন কিভাবে ভারত থেকে বিপুল পরিমান অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়টি সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেন।

'On colonial policy as applicable to the Government of India'[১২] বইতে। তাই তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপের সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করুক। এর ফলে ভারতীয় বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। এবং এর সুফর লাভ করবে ভারতীয়রাই। ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাসের প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন[১৩]—

'I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European Gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs.'

তিনি চাইতেন ভারতে জমিদার ও কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান। বিদেশ থেকে মূলধন ও উন্নত প্রযুক্তি আসলে ভারতে শিল্পের ক্ষেত্রে অ-ভাবনীয় উন্নতির বিকাশ ঘটবে। এপ্রসঙ্গে অনেক সমালোচকরা সমালোচনা করে নীল বিদ্রোহের কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, যে চাষীরা জমিদারদের কাছে বিনা মজুরি বা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে সেখান থেকে নীলকরদের কাছ থেকে বেতনযুক্ত শ্রমিকে পরিণত হয়েছে চাষীরা। তাঁর এই উদারনৈতিক আর্থিক চিন্তা—ভাবনাকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়। কারণ ইউরোপীয়দের এদেশে বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গটিকে তিনি একটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রেখেছিলেন।

সামাজিক ন্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহন করা সত্ত্বেও সমাজে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবিদ্বেষ, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন। নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শিক্ষার অধিকারের প্রতি তিনি ছিলেন সচেষ্ট। তিনি মনে করতেন নারী জাতিকে অবহেলিতও অবদমিত করে কখনই সমাজের অগ্রগতি সাধন হবে না। নারীর প্রতি এ প্রসঙ্গে তিনি ১৮৩৩ সালে। একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাটি হলো ——

"The modern Encroachment on the Ancients Rights of Females according to the Hindu Law of inheritance."[১৪]

রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো অবদান ও ভূমিকা হলো 'সতী প্রথা' বিলোপ সাধন করা। হিন্দু সমাজের নারকীয়, বার্বোরোচিত, অমানবিক নানান প্রথা যেমন — গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া, সতীদাহ প্রথা, শিশু কন্যা বিক্রয়, বহু পত্নীত্ব ব্যবস্থা, নারীজাতিকে বিপদ সংকুলনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সতীদাহ প্রথার মতো বর্বোরোচিত নারকীয় প্রথাকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় ১৮২৯ সালে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। নিজে ব্রাহ্মন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই সামাজিক সংস্কার বা ন্যায়ের প্রয়াস উদারনৈতিক চিন্তাকেই বা আদর্শকে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেছেন হিন্দু ধর্মের কোনো শাস্ত্রেই হিন্দু বিধবাদের পুড়িয়ে মারার রীতি নেই। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন —

"To bind down a woman for her destruction holding out to her the inducement of heavenly rewands, is a most sinful act."[১৫]

রাজা রামমোহন রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবতার পূজারী। সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কার দূরীকরণে তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা, পাশ্চত্য শিক্ষার

© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

মতো বিষয়গুলিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিমী উদারনৈতিক তত্ত্বের আলোকে তিনি আলোকিত হয়েছেন। তাঁর উদারনৈতিক চিন্তার যে বিষয়গুলি আমরা পেয়েছি সবগুলিই কিন্তু বর্তমানে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে যদি আমরা তাঁর বাক্ স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করি, তাহলে দেখতে পাবো সবটাই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং ধারায় বিষয়টি রয়েছে। আবার আমরা রামমোহন রায়ের সরকারি চাকুরিতে বৈষম্যের প্রতিবাদ স্বরূপ সাম্য ব্যবস্থার কথা, আইনের অনুশাসন সবটাই কিন্তু বর্তমান প্রাসঙ্গিক। কারণ সংবিধানের ১৬ নং ধারায় রয়েছে সরকারি চাকুরিতে সমানাধিকার। এবং ১৪নং ধারায় উল্লেখ আছে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকারের। শুধু তাই নয়, তিনি যে আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারীর ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিষয়টি অনুধাবন করেছেন, তা কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের" ধারণাকে অর্থবহ করে। এবং সামাজিক ন্যায়ের যে প্রয়াসও সহমরণ প্রথা সহ অমানবিক প্রথার মতো বিষয়গুলি নিয়ে বর্মমানে নানান রকমভাব আইনের মধ্যদিয়েতা নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর উদারনৈতিক চিন্তা—ভাবনার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ বর্তমানে আরোও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যতই সমালোচকরা সমালোচনা করুক না কেন কালের বিচারে তাঁর অবদানকে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখা উচিত হবে না।

CONCLUSION

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তা ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। তাঁর প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় এবং নারীর অধিকার ও শিক্ষার প্রসার ঘটে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের অগ্রগতি তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তিবাদ ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাঁর চিন্তাধারা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলিতে। রাজা রামমোহন রায় শুধুমাত্র এক যুগের প্রতিভূ নন, তিনি ভারতীয় সমাজের এক চিরস্থায়ী প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

REFENENCES

১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, রবীন্দ্র গল্প বারে বারে ফিরে দেখা, গ্রন্থবিকাশ, পৃষ্ঠা নং— ৯৩
২. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদনায়) ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা নং— ১০৯
৩. চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদনা) ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবানা প্রকাশন একুশে, পৃষ্ঠা নং—৮০
৪. তদেব পৃষ্ঠা নং— ৮১
৫. গঙ্গোপধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা। পৃষ্ঠা নং— ৪৩
৬. তদেব পৃষ্ঠা নং— ৪৩
৭. চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদনা) ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা প্রকাশনা একুশে , পৃষ্ঠা নং— ৭৯
৮. গঙ্গোপধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা। পৃষ্ঠা নং— ৪৫
৯. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদনায়) ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা নং— ১১৫
১০. চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদনা) ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা প্রকাশনা একুশে , পৃষ্ঠা নং— ৭৮
১১. গঙ্গোপধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা। পৃষ্ঠা নং— ৪৬
১২. তদেব পৃষ্ঠা নং— ৪৭
১৩. তদেব পৃষ্ঠা নং— ৪৮
১৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা নং— ১৬৩
১৫. তদেব পৃষ্ঠা নং— ১৬৩

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/